খেলাঘর
বাঁধতে লেগেছি

মীনাক্ষী সিংহ

পুনশ্চ

আত্মকথা নয়, জীবনী নয়, এ লেখায় ধরা আছে
আমাদের পরিবারের ঐতিহ্যবাহী বাসভূমির কথা।
স্মৃতির আনন্দবিষাদ জড়িত আমার আজন্মের
সেই খেলাঘরে আর কোনোদিন ফেরা হবে না।
তাই স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
সেই প্রিয় বাসভূমিকে ঘিরে আমার
অনুভবের ছোঁয়া রইল এই লেখাতে।
এ আমার, একান্তই আমার অনুভব।
আসলে আমিই এর একমাত্র পাঠিকা,
আমার নিজের জন্যই এই স্মৃতিলেখা।

॥ ১ ॥

শ্যামাপূজার শেষ পর্ব। হিমেল কুয়াশা মাখা কার্তিকের মধ্যরাত্রে ঠাকুরদালানে আমরা সবাই বসে। ভট্টাচার্যমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তখনও বিসর্জনের পর্ব আসেনি। হঠাৎই ভট্টাচার্যমশাই ঘট নড়িয়ে দিলেন। কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত। দাব্দী (আমাদের ঠাকুমাকে আমরা এই নামেই ডাকতাম) প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—

'এ কী করলেন? বিসর্জনের আগেই ঘট নাড়িয়ে দিলেন!' কালীপদ ভট্টাচার্য মশায় নিজেও চমকে উঠেছেন। এতবড়ো ভুল তাঁর হল কেমন করে। আমরা ছোটোরা বুঝে না বুঝে একটা যেন বিপদ সংকেত পেয়ে গেলাম।

ততক্ষণে আবার নতুন করে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে দাব্দী লক্ষ নাম জপ করছেন, করছেন, তাঁর নিমীলিত চোখে জলের ধারা। ছবিটা এত বছর পরেও ভুলিনি, কারণ সেই বছরই দুমাস পরে ডিসেম্বর মাসে ঘটল ইন্দ্রপতন। বাবা একেবারে অকালে চোখ বুজলেন—তাঁর বয়স তখন চৌত্রিশ। আমাদের ঘোষ বংশের ছোটো তরফের একমাত্র ছেলে চলে গেলেন। দুমাস আগে কালীপূজার বিসর্জনের আগেই ঘট নড়িয়ে দিয়েছিলেন ভট্টাচার্য মশাই তাই কী এই অঘটন?

লৌকিক অলৌকিকের সীমানায় এমন কত কিছুই তো ঘটে।

শেকস্‌পিয়রের হ্যামলেট তার বন্ধু হোরেশিও কে তো এই কথাই বলেছিল —স্বর্গমর্ত্যে এমন কিছু আছে যা দর্শন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না—There are

more things in Heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. আরও আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, যা ছোটোবেলায় শুনেছিলাম দাব্দীর মুখে। ... আমাদের তিনতলার ঠাকুরঘর থেকে গৃহদেবতা নারায়ণ শিলা লক্ষী নারায়ণ হারিয়ে যান। কর্তাদাদার বোন ভোরবেলা ঠাকুরসেবা করতে গিয়ে দেখেন—দরজা খোলা। আর রূপোর সিংহাসন খালি, নারায়ণ অন্তর্হিত। পরের ঘটনা শুনে আমাদের শৈশবে শিহরন জাগত। বাড়িতে 'নলচালা' আনা হল। 'মন্ত্রপূত নল' হাতে নিয়ে লোকটি এল। একতলা, দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় ঠাকুরঘরে এসে তার গতি থামল, তখন পূজোয় বসেছেন পুরুতমশাই। 'নল' জড়িয়ে ধরল তাঁর গলা। সবাই ভীত, সচকিত, বিস্মিত। পুরুতমশাই জোড়হাতে বসে আছেন; কি যেন বলতে গিয়েও পারলেন না— তাঁর দুচোখে জলের ধারা। সেই অবস্থায় তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, আর কখনও আসেননি।

কিন্তু সত্যিই কি তিনি অপহরণ করেছিলেন নারায়ণ শিলা? এ প্রশ্ন আজও অনুত্তর। কেন, কার নির্দেশে এই অপহরণ? কেউ জানে না। শুধু এর বেশ কিছুদিন পরে আমাদের বাড়িতে এলেন বালগোপাল। নিজে থেকেই এলেন। বাড়ির জমাদার খিড়কির বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে জঞ্জালের স্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অষ্টধাতুর গোপাল মূর্তি নিয়ে আমার ঠাকুরদাকে দিলেন, তবে কি অপহৃত শালগ্রাম গোপাল বেশে ফিরে এলেন? সেই শূন্য রূপোর সিংহাসনে বসলেন গোপাল; আজও দিদির বাড়িতে তাঁর নিত্যপূজা হয়।

আর এই ঘটনার অনেক বছর পরে কাকার রেণী পার্কের বাড়ির জমিতে হঠাৎই পাওয়া গেল এক শালগ্রাম শিলা। ঘোষ বংশের বড়ো তরফের ছোটো ছেলের ভাগে পাওয়া ওই বাড়ির বাগানেই কি তবে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বংশের হারানো লক্ষীনারায়ণকে?

এর উত্তর মেলেনি।

॥ ২ ॥

আমাদের বিডনস্ট্রিটের ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তাঁর নিজে হাতে লেখা শেক্সপীয়রের বইয়ের পৃষ্ঠায় নিজস্ব বানানে তাঁর নাম লেখা — KALLY PROSONNO GHOSE। পাতায় পাতায় নোট লেখা। কে ছিলেন তাঁর সময়ে কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক — রিচার্ডসন না অন্য কেউ?

কালীপ্রসন্ন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। যশোর জেলার বাগুটিয়া গ্রাম থেকে বালক বয়সে তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। আড়াইবছরের বালকের সঙ্গে বিয়ে হল ছ-মাসের শিশুকন্যার। দর্জিপাড়ার বিখ্যাত রাজকৃষ্ণমিত্রের কন্যা অপর্ণা হলেন কালীপ্রসন্নর নববধূ। বালক জামাই কালীপ্রসন্ন শ্বশুরগৃহে সাদরে ঠাঁই পেলেন। রাজকৃষ্ণ মিত্র তখন বড়ো হৌসের নামকরা ব্যক্তি। তাঁর আদরের মেয়ে অপর্ণাকে কাছ ছাড়া করতে চাননি, তাই ছোট্ট জামাই সুদ্ধ আদরিণী কন্যাকে নিজের কাছেই রাখলেন।

কালীপ্রসন্ন ক্রমে শিক্ষাদীক্ষায় পরিণত হলেন। এনট্রান্স পাশ করে ভরতি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে দর্জিপাড়ার শ্বশুরগৃহের কাছেই নিজের বাড়ি করলেন—৭৫ নং বিডনস্ট্রিট। অর্থে, প্রতিপত্তিতে হয়ে উঠলেন শ্বশুরকুলের সমকক্ষ। সাতাশ কাঠা জমির ওপর বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এলেন তরুণী অপর্ণা—পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীগৃহে এলেন সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে।

ঘোষ বংশের কুলকারিকায় দেখি—

"যজ্ঞ হেতু আদিশূর গৌড়ের ঈশ্বর
কান্যকুব্জ হৈতে আনে পঞ্চ ঋষিবর।
ক্ষত্রিয় কায়স্থ পঞ্চ তাঁহাদের সনে
আইলা কনোজ হতে যজ্ঞের রক্ষণে।

ঘোষ কুলাম্বুজ ভানু মকরন্দ ধীর
সুকুতালি কৃতাম্বর বেষ্টিত শরীর।"

এই মকরন্দ ঘোষের বংশানুক্রমে ছাব্বিশ (২৬) পর্যায়ে আছেন বাঞ্ছারাম ঘোষের পুত্র দুর্গাচরণ। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসন্ন (২৭ পর্যায়) আমার প্রপিতামহ।

জন্মাবধি আমাদের বড়ো বৈঠকখানার বিশালঘরে কালীপ্রসন্নর ছবি দেখেছি। অনেকটা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের আদল। বিরাট সোনার জল করা ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিং। সেই পুরুষ সিংহের কত গল্প যে শুনেছি। বালক বয়সে প্রথম জীবন শ্বশুরগৃহে অতিবাহিত করে তরুণ কালীপ্রসন্ন স্বীয় কর্মদক্ষতায় ও বিত্তবৈভবে তাঁর মান্যবর শ্বশুরকুলকে ছাপিয়ে গেলেন।

"হৌসের মুচ্ছুদি আদি কার্যে বিচক্ষণ
ব্যবসায়ে কৈলা বহু অর্থ উপার্জন।
স্বজন পালক বহু লোকের আশ্রয়
যেন সুবিশাল বট তরু ছায়াময়।"

সেকালে প্রসিদ্ধ মার্কেনটাইল ব্যাঙ্কের প্রধান মুৎসুদ্দি (বেনিয়ান) ছিলেন কালীপ্রসন্ন। পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তারাপ্রসন্ন (আমার ঠাকুরদা) ও তারও পরে তাঁর একমাত্র পুত্র আমার বাবা জ্যোতিপ্রসন্ন ওই ব্যাঙ্কে মুৎসুদ্দি পদে বৃত হন। সে আমলে মার্কেনটাইলব্যাংক লোকমুখে ঘোষেদের ব্যাংক বলে পরিচিত ছিল। আজ তা পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে H S B C নামে।

ছোটোবেলায় দাব্দীর মুখে ব্যাঙ্কের সাহেবদের অনেক গল্প শুনেছি। আমাদের কর্তাবাবার (প্রপিতামহ) সঙ্গে ছিল তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ঠাকুরদার (ভাইলা) পর বাবার আমলে ছিলেন পাওয়েল সাহেব। আমাদের বাড়িতে তাঁরা বহুবার এসেছেন।

আজ সব গল্প কথা। মাঝে মাঝেই খেই হারিয়ে যায়। কোথা দিয়ে শুরু করব, বুঝতে পারি না। এতো জীবনী নয়, নয় আত্মকথা,

এ কেবল জীবনের জলছবি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

যখন একটু একটু বোঝার মতো বয়স হল তখনকার ছবিটা মনে ভাসে। আমাদের সাতাশ কাঠার বিশাল বাড়ির সিংহদুয়ারের পাশেই উঠেছে নহবতখানা। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপর একমাত্র নহবতখানা ওলা বাড়ি। আমাদের বাড়ির শুভ উৎসব-বিয়েতে ওখানে সানাই বসত। শেষ বসেছিল ১৯৬৫ তে আমার বিয়ের দিন।

ওই নহবতখানার ওপর থেকে কত বিশিষ্ট জনকে দেখেছি। তখন দমদম এয়ারপোর্ট থেকে যশোর রোড ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে রাজভবনে যেতে হত। যখন বিদেশি অতিথিরা আসতেন তখন আমাদের বাড়ির ছাদ, বারান্দা আর নহবতখানায় প্রচণ্ড ভিড় হত। দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তো ছিলেনই দেখেছি চীনের চৌ-এন লাই, নেপালের রাজা মহেন্দ্র এবং ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপকে।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর আংশিক নামকরণ পরে হয়েছিল যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ। আমাদের বাড়ির পুরোনো ঠিকানা ৭৫ বিডনস্ট্রিট তখন চিহ্নিত হয়েছে ৯এ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নামে। আরও আগে আমাদের বাবারও জন্মের আগে যখন ও রাস্তা হয়নি তখন বাড়ি ছিল আরও বড়ো—আর সামনে ছিল বিরাট পুকুর। তার ওপারে দেবেদের বাড়ি, বিখ্যাত ছাতুবাবুদের ঠাকুরবাড়ি আর বসতবাড়ি। ওপাশেই ছিল মনোমোহন থিয়েটার। শুনেছি একবার থিয়েটারে আগুন ধরে গেলে আমাদের পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভানো হয়েছিল। তারপর যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হল তখন পুকুর বোজানো হয়— বাড়ির উত্তরপূর্ব দিকের অনেকখানি ভেঙে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তা গড়ে ওঠে। এরপর বহুদিন আমাদের এলাকার নাম ছিল নয়া রাস্তা।

তার একদিকে হেদুয়া অন্যদিকে মিনার্ভা থিয়েটার। মাঝ বরাবর বিডনস্ট্রিট পোস্ট অফিস, সেটি ছাতুবাবুদের সম্পত্তি। শুধু তাই